দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 OCT 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ৫

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর ৫ দফা বিধি নিষেধ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ দীর্ঘ ৩৫ দিন পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস, হল- সমূহ এবং প্রধানগেট এলাকায় সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর হইতে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা গত ৮ই অক্টোবর প্রত্যাহার করিয়া নিলেও নূতন করিয়া রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির কার্যক্রম পরিচালনার উপর পাঁচ দফা কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করিয়াছে। প্রক্টর অফিস সূত্রে বলা হইয়াছে, একাডেমিক কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিধি-নিষেধ সম্বলিত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হইয়াছে। পাঁচ দফা বিধি-নিষেধ হইতেছে অনুষদ ভবনের (ক্লাস বিল্ডিং) অভ্যন্তরে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ। প্রশাসন ভবনস্থ ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্যালয় ও ইহার আশে-পাশে মিছিল-মিটিং বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে তিন অথবা পাঁচ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রক্টর অথবা ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টার মাধ্যমে ভিসির নিকট স্মারকলিপি প্রদান করিতে পারিবে। ক্যাম্পাস চত্বরে মাইকিং বন্ধ থাকিবে।

কোন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, কাউন্সিল অথবা বিশেষ দিবসে অন্য কোন সংগঠন কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাইতে পারিবে না। তবে সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে উক্ত কর্মসূচী সমূহ পালনের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহ পূর্বে প্রক্টর অফিসের অনুমতি লইতে হইবে।

জাতীয় দিবসসমূহে কোন ধরনের সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠান করিতে হইলে সকল সংগঠনকে কমপক্ষে সাতদিন পূর্বে প্রক্টর অফিসে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে অনুমতি এবং স্থান বরাদ্দ নিতে হইবে। কোন সংগঠন অথবা ছাত্র-ছাত্রী উক্ত বিধি-নিষেধসমূহ অমান্য করিলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র অথবা সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ আনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রক্টর এবং ছাত্র উপদেষ্টা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হইয়াছে। ছাত্র সংগঠনসমূহ কর্তৃপক্ষের উক্ত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলেও ক্যাম্পাসে ব্যাপকহারে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের অনুপ্রবেশ রোধে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণে তাহাদের মাঝে ব্যাপক অসন্তোষ পরিলক্ষিত হইতেছে।